বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই) রাজশাহী।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০১৬

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

নির্দেশনায়ঃ জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন শাহ্,
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), বারেগপ্রই, রাজশাহী।

সম্পাদনায়ঃ

ড. মোহাঃ সাইদুর রহমান
প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার (অঃদাঃ), বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোহাঃ মুনসুর আলী
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
কামনাশীষ দাস
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
ফারুক আহমেদ
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
রুমানা ফেরদৌস বিন্ত-এ-রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ আফতাব উদ্দীন
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ আব্দুল আলিম
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ কামরুল ইসলাম
সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, বারেগপ্রই, রাজশাহী।

স্বত্বঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই), রাজশাহী।

মোঃ জামাল উদ্দীন শাহ্
যুগ্ম সচিব
পরিচালক

মুখবন্ধ

দেশে রেশম শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শুরু করে অত্র প্রতিষ্ঠানটি তার সীমিত সম্পদ ও স্বল্প জনবলকে কাজে লাগিয়ে রেশম সেক্টরে বিভিন্নমূখী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং এ পর্যন্ত দেশে রেশম সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা একটি চলমান কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হচ্ছে দেশে রেশম শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে উত্তর উত্তর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সময় উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি উচ্চফলনশীল উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাবনের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭-৪০ এর স্থলে ৪০-৪৭ মেঃ টনে এবং উন্নত রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে রেশম গুটির উৎপাদন ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৬০-৭০ কেজি এর স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। রেশমগুটি শুকানো ও উন্নত রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে গুনগত মানসম্পন্ন রেশম সুতা কাটাই করা সম্ভব হচ্ছে। উন্নত তুঁতজাত, রেশমকীটের জাত ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে রেশম সুতার রেনডিটা ১৮-২০ এর স্থলে ১০-১২'তে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত নির্বাচনের ফলে পাহাড়ী এলাকায় রেশমচাষ সম্প্রসারণের গতি সঞ্চারিত হয়েছে । তুঁতচাষে সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে জমির বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি রেশম সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করেছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দেশে রেশম শিল্পের ক্রমবিকাশে আশার আলো হচ্ছে বর্তমান সরকার দেশে রেশম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরূত্ব আরোপ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রদর্শনকালীন সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে" মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং বিজ্ঞানীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে **তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর** নামক একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত কর্মসূচীটিকে ডিপিপি ফরমেটে প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে দেশে রেশম সেক্টরের উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

শত কর্মব্যাস্ততার মাঝেও সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের শ্রম ও মেধার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রনয়ন ও প্রকাশের জন্য যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

আমি আশা করি বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট- এর প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে এবং রেশম শিল্পের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মোহাঃ সাইদুর রহমান
প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক
অফিসার (অঃদাঃ)
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোহাঃ মুনসুর আলী
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

কামনাশীষ দাস
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা,
আরেগকে, রাঙ্গামাটি।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

ফারুক আহমেদ
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

রুমানা ফেরদৌস বিনত-এ-রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ আফতাব উদ্দীন
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ আব্দুল আলিম
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ কামরুল ইসলাম
সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

সূচীপত্র

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএসআরটিআই) পরিচিতি।	১-২
	১.১ জনবল	১
	১.২ রূপকল্প (Vision)	১
	১.৩ অভিলক্ষ্য (Mision)	১
	১.৪ উদ্দেশ্য	২
	১.৫ বারেগপ্রই এর কার্যক্রম	
	১.৫.১ বারেগপ্রই, রাজশাহী।	২
	১.৫.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	২
	১.৫.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়	২
২	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উর্ধবতন কর্মকর্তাগণের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	৩-৪
	২.১ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন	৩
	২.২ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন	৩
	২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন	৪
	২.৪ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন	৪
	২.৫ পরিচালক আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর ইনস্টিটিউট পরিদর্শন	৪
৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন	৫-৬
	৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৫-২০১৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৫
	৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষর	৫
	৩.৩ প্রতিষ্ঠানের ২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষর	৬
৪	অত্র প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চা সমূহ	৬-১০
	৪.১ কর্মকালীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬
	৪.২ প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনা বৃদ্ধি	৬
	৪.৩ মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	৭
	৪.৪ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ	৭
	৪.৫ সিটিজেন চার্টার	৭
	৪.৬ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ	৭
	৪.৭ শাখা পরিদর্শন	৮
	৪.৮ কর্মচারীদের ড্রিল	৮
	৪.৯ রেশম-ই-সেবা	৮
	৪.১০ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে ওয়েব পোর্টালে রূপান্তর	৯
	৪.১১ **ARMIS Database** এ গবেষণা তথ্য অন্তর্ভূক্তকরণ	৯
	৪.১২ **PDS Database** এ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য অন্তর্ভূক্তকরণ	১০
	৪.১৩ কর্মকর্তা/কর্মকচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার	১০
	৪.১৪ জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় রেশম পন্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শণ	১০
	৪.১৫ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা	১০
৫	SAARC Agriculture Center (SAC) কর্তৃক আয়োজিত মাহিশুর ভারতে International consultation conference on çSericulture Scenario in SAARC region-a re-emerging industry for poverty alleviation in SAARC Region" এ অংশগ্রহণ।	১১
৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন	১১-১৩
	৬.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে মতবিনিময় সভার সারসংক্ষেপ	১২-১৩

ক্রঃনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৭	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম	১৪
৮	অডিট আপত্তি	১৪
৯	জতীয় শুদ্ধাচার কৌশলবাস্তবায়ন	১৪-১৫
১০	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনা	১৫
১১	হিসাবসংক্রান্ত তথ্য	১৫
	১১.১ রাজস্ব খাতঃ (২০১৫-২০১৬)	১৫
	১১.২ চলমান কর্মসূচীঃ (২০১৫-২০১৬)	১৫
১২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিএসআরটিআই-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১৬-১৭
	১২.১ বারেগপ্রই, রাজশাহী	১৬-১৭
	১২.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	১৭
	১২.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ	১৭
১৩	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৭
১৪	উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড	১৮-১৮
	১৪.১বারেগপ্রই, রাজশাহী	১৮
	১৪.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	১৮
	১৪.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়	১৮
	১৪.৪ গ্রন্থাগার	১৮
১৫	সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১৮-১৮
	১৫.১ সমস্যা	১৮
	১৫.২ চ্যালেঞ্জসমূহ	১৮
১৬	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১)	১৮-১৯
১৭	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১) অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম	১৯-১৯
	১৭.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক চলমান কর্মসূচিঃ	১৯
	১৭.২ Project on enhancement of productivity through sericulture technology development, dissemination and generation of skill manpower.	১৯
	১৭.৩ Development of mulberry & silkwom variety,technology innovation and dessimination.	১৯
১৮	উপসংহার	১৯

১. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (বিএসআরটিআই) পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি ৩ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে রেশম সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য সিল্ক কাম ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং সিল্ক টেকনোলজীক্যাল ইনস্টিটিউট নামে শিল্প অধিদপ্তরের অধীনে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে নেয়া হলে ১৯৭৪ সালে ইনস্টিটিউট দুটিকে একীভূত করে সিল্ক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএসআরটিআই) নামে পুন: নামকরণ করাহয়। ২০০৩ সালে ২৫ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে পৃথক করে সরাসরি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ২০১৩ সালে ১৩ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন কে একীভুত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ রিসার্চ কাউন্সিল আইন, ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় NationalAgriculture Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ৫টি গবেষণাশাখা যথা: তুঁতচাষ, রেশমকীট, সেরি-রসায়ন, সেরি-রোগতত্ত্ব, রেশম প্রযুক্তি শাখা ও একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে।

এছাড়াও বারেগপ্রই- এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চন্দ্রঘোণায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে)এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি) নামক ২ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

১.১ জনবল:

ধরণ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
পরিচালক (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)	০১	০১	০০
গ্রেড-৩	০১	০	০১
গ্রেড-৪	০১	০	০১
গ্রেড-৫	০১	০	০১
গ্রেড-৬	১২	০৩	০৯
গ্রেড-৯	২২	০৯	১৩
গ্রেড-১০	০৮	০৫	০৩
গ্রেড-১১	১৬	০৪	১২
গ্রেড-১৩	০১	০১	০০
গ্রেড-১৪	০৮	০৪	০৪
গ্রেড-১৬	২৫	১৮	০৭
গ্রেড-১৭	০২	০১	০১
গ্রেড-১৮	১৩	০৭	০৬
গ্রেড-২০	১৫	১৩	০২
আউট সোর্সিং	০২	০০	০২
সর্বমোট =	**১২৮**	**৬৬**	**৬২**

১.২ রূপকল্প (Vision):

রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গতিশীল গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে রেশম শিল্পকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

১.৪ উদ্দেশ্যঃ

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।
- রেশমচাষে নিয়োজিত সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্রতা হ্রাসকরণসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

১.৫ বারেগপ্রই এর কার্যক্রমঃ

১.৫.১ বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

- তুঁতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন।
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি ও তুঁতগাছের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মাটি ও তুঁতপাতার গুনগত মান পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুঁতপাতার গুনগত মান উন্নয়ন।
- রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও আবহাওয়া সহিষ্ণু,উচ্চফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন উন্নত বহুচক্রী ও দ্বিচক্রী জাত উদ্ভাবন।
- গুনগত মানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি, উন্নত পলুপালন ঘর,পলুপালন সামগ্রী ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশমকীটের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশোধক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পোস্ট কোকুন টেকনোলজি ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- লাইব্রেরিতে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের বই, সাময়িকী, জার্নাল, লিফলেট,পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষন ও প্রকাশনা।

১.৫.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পাবত্য জেলাঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পাহাড়ী অঞ্চলে রেশমচাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষীপর্যায়ে ও টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

১.৫.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশমকীটের F_1 বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে P-1নার্সারীতে দ্বিচক্রী জাতের ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা সাপেক্ষে সরবরাহকরণ।

২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উর্ধবতন কর্মকর্তাগণের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

২.১ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক।

২.২ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন।

২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শনঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

২.৪ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শনঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন।

২.৫ পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

জনাব মোঃ নিয়াজুল হক, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করছেন ।

৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নঃ

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের গুনগত ও পরিমানগত মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক সম্পাদন চুক্তি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৫-২০১৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রেশম সেক্টরের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির কাজ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের মিশন, ভিশন ও কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৩ টিতে উন্নীত করা;
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০১ টিতে উন্নীত করা;
- ৩ টি তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- ৪ টি রেশমকীট জাত উদ্ভাবন করা;
- রেশম সেক্টরে ২২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ অনুযায়ি প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭০ থেকে ৭৩টিতে, রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ৯৭ থেকে ১০১ টিতে এবং দক্ষ জনশক্তি ৫৭২১ থেকে ৫৯৪১ এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৩.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষরঃ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সাথে পরিচালক,বিএসআরটিআই এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-২০১৭ গত ২৯-০৬-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-১৭ এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৭টিতে উন্নীত করা;
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০৬টিতে উন্নীত করা;
- ৪টি তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- ৫টি রেশমকীট জাত উদ্ভাবন করা;
- ২২,০০০ কেজি উন্নত জাতের তুঁতকাটিংস সরবরাহ করা;
- রেশম সেক্টরে ২২৫ জনকে ১,২৯৬ শ্রমঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.৩ প্রতিষ্ঠানের ২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষরঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-১৭ এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের ২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ঃ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র(আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এবং জার্মপ্লাজম মেইন্টেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে পরিচালক, বারেগপ্রই, রাজশাহী এর পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৬-১৭ গত ৩০-০৬-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র(আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এবং জিএমসি, সাকোয়া, পঞ্চগড় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে পরিচালক, বারেগপ্রই, রাজশাহী এর পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-২০১৬-১৭ স্বাক্ষর করছেন।

৪. প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চা সমূহঃ

৪.১ কর্মকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ শ্রমঘন্টা কর্মকালীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

বাল্যবিবাহ,যৌতুক, নারী নির্যাতন, আবহাওয়া ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এসডিজি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট ১৩ টি কোর্সে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচিত হয়েছে।

৪.৩ মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানঃ

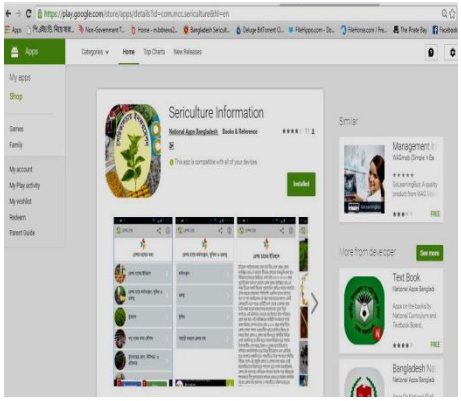

অত্র প্রতিষ্ঠানের ''সেরিকালচার ইনফরমেশন'' নামে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। এই মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে বাংলা ভাষায় রেশম চাষ সম্পর্কীত সকল তথ্য ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে রেশমচাষ, তুঁত ও রেশমকীটের জাত পরিচিতি, তুঁতচাষ ও পলুপালন কলাকৌশল, তুঁত ও রেশমকীটের রোগবালাই দমন ও প্রতিকার, রেশমগুটি প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কীত সেবা মোবাইলের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। গুগল প্লেস্টোর হতে এটি ডাউনলোড করে এন্ড্রোয়েড ফোনের মাধ্যমে এ সুবিধা নেয়া যাবে।

৪.৪ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালুকরণঃ

গত ০৭/০১/২০১৫ তারিখে অত্র ইন্সটিটিউটে একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এই ডেস্কের মাধ্যমে ইন্সটিটিউটের সকল সেবা যেমন- পলু পাওডার সরবরাহ, ইনস্টিটিউট পরিদর্শণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রেশমপলুর ডিম সরবরাহ, রেশম সুতার গুনগত মান পরীক্ষণ, তুঁতকাটিংস সরবরাহ, তুঁতচাষের মাটি পরীক্ষণ, গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য সীমিতভাবে গবেষণা উপকরণ যেমন- তুঁতকাটিংস, রেশমপলুর ডিম, রেশম বস্ত্র, রেশম গুটি, রেশম সুতা সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ডেস্কের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭২৭ জন পরিদর্শণকারীকে ইনস্টিটিউট পরিদর্শণে সহায়তা প্রদান, ৫৬৬ প্যাকেট রেশম পলু পাউডার সরবরাহ, ২৪২৫৮ কেজি তুঁতকার্টিংস সরবরাহ, ২৬৭ টি রেশম পলুর ডিম সরবরাহ এবং চাহিদা মোতাবেক ৫০ লাছি রেশম সুতা গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালুর ফলে সেবা গ্রহীতা কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই ইন্সটিটিউটের সকল সেবা এই ডেস্কের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন।

৪.৫ সিটিজেন চার্টার:

ইন্সটিটিউটের অভ্যন্তরীণ , প্রাতিষ্ঠানিক ও নাগরিক সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং প্রনীত সিটিজেন চার্টার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সন্মুখ স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। ইন্সটিটিউটের সকল সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে সেবা গ্রহীতা সহজে তাঁর প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন। সিটিজেন চার্টার প্রনয়ণ ও অনুসরণের ফলে ইন্সটিটিউটের কাজের গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবা প্রদানের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

৪.৬ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষ অনুপস্থিত সময়ে এসি, ফ্যান, লাইট ও অনান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখেন এবং তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের কেয়ার টেকারের মাধ্যমে তদারকি করা হয়।

৪.৭ শাখা পরিদর্শনঃ

প্রতিষ্ঠানের সকল শাখার স্বাভাবিক কার্যক্রম ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখাসমূহ পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ও মতামত পরবর্তীতে সকল শাখাকে অবহিত করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শাখার গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন তরান্বিত হচ্ছে।

৪.৮ কর্মচারীদের ড্রিলঃ

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০-১১.০০ পর্যন্ত অফিস তত্ত্বাবধায়ক এর তত্ত্বাবধানে ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে তারা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে উৎসাহিত হচ্ছেন। এছাড়াও কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৯ রেশম ই-সেবাঃ

রেশমচাষ একটি কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষায়িত কৃষি শিল্প। সারা বছরব্যাপী চারটি বন্দে তুঁতচাষ ও পলুপালন করা হয়। বছরের চারটি বন্দের তাপমাত্রা ও আদ্রতা ভিন্ন ভিন্ন। সফল রেশমচাষ নির্ভর করে তুঁতচাষ ও পলুপালন উভয় ক্ষেত্রে কারিগরি কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের উপর। এই উদ্ভাবনী সেবার দ্বারা চাষীদের তুঁতচাষ ও পলুপালনকালীন বিশেষ বিশেষ দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ যেমন- কোন নিদৃষ্ট বন্দের জন্য তুঁতগাছের যে সময় প্রুনিং করা প্রয়োজন ঠিক তখন এসএমএস এর মাধ্যমে সকল চাষীদের প্রুনিং করার জন্য জানিয়ে দেওয়া হবে, এছাড়াও তুঁতগাছের সঠিক পরিচর্যা, সার প্রয়োগের মাত্রা, খোড়, সেচ, নিড়ানী এবং পলুপালনকালীন বিশেষ বিশেষ কৌশল- তাপমাত্রা, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বেড ডিসইনফেকশন, ফিডিং এর সঠিক সময় ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ কোন রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কীত বিশেষ সেবা এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে ।

রেশমচাষী, মাঠকর্মী, রেশম সংশ্লিষ্ট গবেষক ও অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিগণ তাদের প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য এ সেবার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছেন।

৪.১০ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটিকে ওয়েবপোর্টালে রূপান্তরঃ

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটিকে এটুআই এর সহযোগীতায় ওয়েবপোর্টালে রূপান্তর করা হয়েছে। এটি এখন জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্ত। ওয়েবসাইটটি বর্তমানে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন তথ্য ও ছবি নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.১১ ARMIS DataBase এ গবেষণা তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ:

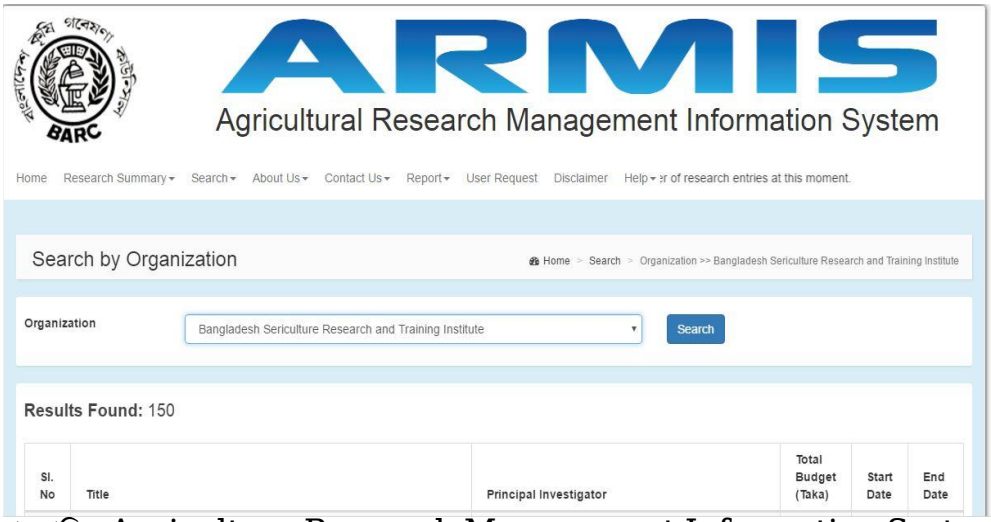

এ প্রতিষ্ঠানটি National Agriculture Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হওয়ায় ইনস্টিটিউটের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Agriculture Research Management Information System (ARMIS), online data based software এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং http://armis.barcapps.gov.bd/home/search/organization/11 ওয়েব এড্রেস এ লগইন করে তা দেখা ও ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

৪.১২ PDS DataBase এ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ:

এ প্রতিষ্ঠানটি National Agriculture Research System (NARS)-এর সদস্যভূক্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Personnel Data Sheet (PDS) online data based software এর মাধ্যমে upload করা হয়েছে যা http://pds.barcapps.gov.bd/ ওয়েব এড্রেস এ লগইন করে তা দেখা ও ডাউনলোড করা যাচ্ছে। সাইটটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।

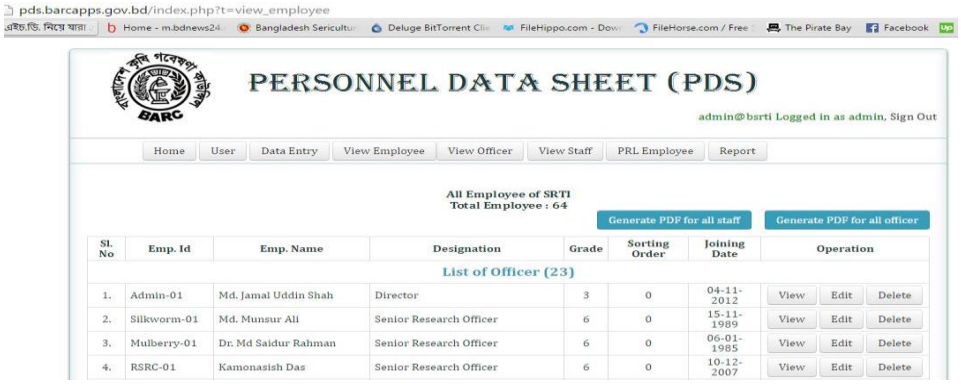

৪.১৩ কর্মকর্তা/কর্মকচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারঃ

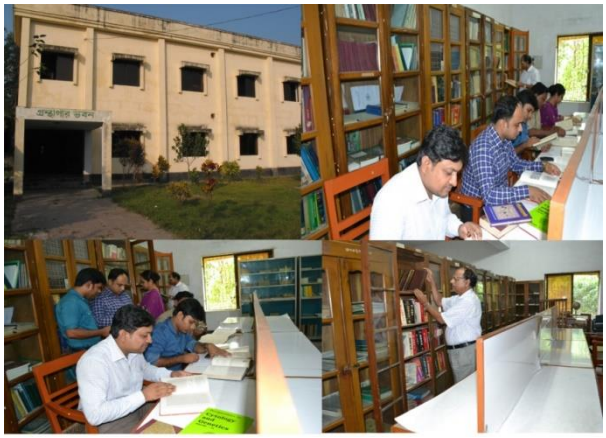

প্রতিষ্ঠানের গবেষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চার সুবিধার্থে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে সেরিকালচার, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি, ট্যাক্সনমি, প্লান্ট ব্রিডিং, কোষবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, সাহিত্য, বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিধিমালা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রায় ৫০০০ দেশী/বিদেশী বই ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় এবং জাতীয় বাংলা-ইংরেজী বিভিন্ন পত্রিকা নেয়া হয়। অফিস চলাকালীন সময়ে দৈনিক পত্রিকা, বই, জার্নাল ধার গ্রহণ ও অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

৪.১৪ জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় রেশম পন্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শনঃ

বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) ভুক্ত সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কৃষি পন্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে অত্র প্রতিষ্ঠানের রেশম পন্যমসূহ ও প্রযুক্তি লাইভ এবং ডিজিটাল কনটেন্ট আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে।

৪.১৫ অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা (জিআরএস):

অত্র ইন্সটিটিউটে অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যাবস্থাপনা (জিআরএস) বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ইন্সটিটিউটের সেবা সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ নিস্পত্তির একজন কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং আপিল কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালক,বারেগপ্রই দায়িত্ব পালন করছেন। ইন্সটিটিউটের সেবা সম্পর্কীত অভিযোগ প্রদানের জন্য একটি অভিযোগ বাক্স প্রতিষ্ঠানের সম্মুখ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬অর্থ বছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

৫. **AARC Agriculture Center (SAC)** কর্তৃক আয়োজিত মাহিশুর ভারতে **International consultation conference on "Sericulture Scenario in SAARC region-a re-emerging industry for poverty alleviation in SAARC Region"** এ অংশগ্রহণ।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রদর্শনকালীন সময়ে "কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে" প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সাথে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ও বিজ্ঞানীগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে মতবিনিময়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সাথে মতবিনিময়

৬.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে মতবিনিময় সভার সারসংক্ষেপঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি বান্ধব। রেশম সেক্টরের উন্নয়নে তাঁর নির্দেশনা অত্যন্ত যুগোপযোগী। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে সকল সহযোগীতা প্রদান যেতে পারে। তবে রেশম সেক্টরের উন্নয়ন, বিস্তার এবং গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ আকারে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রেশম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে তুঁতচাষ, পলুপালন ও পোস্ট কোকুন টেকনোলজির সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিৎ করা প্রয়োজন।
- গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী ও পর্যাপ্ত গবেষণা ইকুইপমেন্ট না থাকলে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না, ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং স্পেসিফিক ফিল্ডে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।
- রেশমচাষ, উৎপাদন এবং গুটি বাজারজাতকরণের মূল সমস্যা চিহ্নিত করে তা ধারাবাহিকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- স্ট্রেস টলারেন্ট জাত উন্নয়নের জন্য সর্ব প্রথম দেশ ও বিদেশ থেকে রিলেটেড জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হবে এবং ম্যানেজমেন্ট টেকনিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে তুঁতপাতার উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।
- রেশমচাষকে প্রফিট্যাবল করতে হলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত যে সকল প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে এখনও ব্যবহার হচ্ছে না সেগুলি চিহ্নিত করে মাঠপর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিত করণের পাশাপাশি বাজার ব্যাবস্থাপনা অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি সিল্ক উৎপাদন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শুধু তুঁতজাত নয় রেশমকীটের জাত নিয়েও কাজ করা প্রয়োজন।
- আমবাগানে কীটনাশক ব্যবহার রেশমচাষের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তাই আমবাগানে কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে বায়ো-পেস্টিসাইড ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে আমচাষীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

- উন্নত তুঁত ও রেশমকীট জাত তৈরির জন্য অনান্য দেশ হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করে মিউটেশন ব্রিডিং এর উপর কাজ করা যেতে পারে।
- রোগবালাই দমনের ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রোয়োগের চাইতে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক রেশমচাষীদের প্রথম দুই বছর নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে রেশমচাষ করাতে হবে এবং তৃতীয় বছর হতে রিমোট অবজারভেশনে রাখা যেতে পারে। স্বল্প পরিসরে হলেও রেশম কারখানা চালু করা প্রয়োজন।
- শুধু কর্মসূচীর মাধ্যমে এ ধরনের বিশাল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, বিধায় এর পাশাপাশি বৃহৎ আকারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য নবীণ বিজ্ঞানীদের দেশে - বিদেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ রাখা যেতে পারে।
- ক্ষরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু তুঁতজাত বিশ্বের কোথাও এখনও আবিস্কার হয়নি। তবে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে।
- তুঁতফলের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে রেশমচাষের বহুমুখীকরণের জন্য কর্মসূচীতে কম্পোনেন্ট রাখা যেতে পারে।
- যৌথভাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে যাঁরা সরেজমিনে বিএসআরটিআই পরিদর্শন করে সুনিদৃষ্টভাবে ক্ষেত্র নির্ধারণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সহযোগীতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- তুঁতজাত উদ্ভাবন অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর জন্য পর্যাপ্ত জনবল প্রয়োজন। তাই জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আশানুরূপ ফলাফল পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদী টার্গেট নিয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীতার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমওইউ করা যেতে পারে।
- গবেষকদের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি অনান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সকল গবেষকদের সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষকদের সরাসরি গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে লেভেল প্লেইং-এর ক্ষেত্র তৈরি করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ রেশমউন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন নার্সারীগুলোতে বাইভোল্টাইন পলুপালনের উপযোগী তুঁতবাগান এবং রেয়ারিং হাউজ তৈরি করা যেতে পারে যা ঐ অঞ্চলের রেশমচাষীদের প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে রিসার্স গ্রুপ তৈরী করে গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উক্ত সারসংক্ষেপের আলোকে **তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর** শীর্ষক একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত কর্মসূচীটিকে ডিপিপি ফরমেটে প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বছরব্যাপি পাতা উৎপাদন সক্ষম পুষ্টি সমৃদ্ধ তুঁতজাত উদ্ভাবন।
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বছরব্যাপি উৎপাদন সক্ষম অধিক সিল্ক সমৃদ্ধ রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন।
- বছরব্যাপি ধারাবাহিক ভাবে তুঁতপাতার উৎপাদনের জন্য “নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ প্রযুক্তি” উদ্ভাবন।
- বছরব্যাপি ধারাবাহিক ভাবে রেশমগুটি উৎপাদনের জন্য “নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ প্রযুক্তি” উদ্ভাবন।
- রেশম শিল্পের উপজাত ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডারী বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- কমিউনিটি এ্যপ্রোসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তার।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি।

৭. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণঃ
1.	Conservation of mulberry germplasm and development of high yielding mulberry varieties through breeding.
2.	Maitenance of silkworm germplasm bank.
3.	Development of high yielding silkworm varieties trough breeding.
4.	Development of reeling appliences for qualitative and quantitative improment of raw silk production.
5.	Study of mulberry and bivoltine silkworm varieties and maintenance of germplasm.
6.	Collection and maintenance of germplasm for mulberry and siilworm.
7.	Mulberry management for leaf production to feed silkworm for maintaining silkworm germplasm and conducting of research on silkworm in BSRTI.

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চলমান কর্মসূচীর আওতায় উল্লেখিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৮. অডিট আপত্তিঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট আপত্তির সংখ্যা ছিল ২৩ টি এর মধ্যে ১৮টি সাধারণ এবং ৫টি অগ্রিম। আপত্তিকৃত মোট অর্থের পরিমান ৩৯.৬৯৩ লক্ষ টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১৮টি সাধারণ আপত্তির মধ্যে ২টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে এবং কোন নতুন আপত্তি যুক্ত হয়নি। বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা ২১টি। আপত্তিকৃত মোট অর্থের পরিমান ৩৯.৫৬৬ লক্ষ টাকা।

৯. জতীয় শুদ্ধাচার কৌশলবাস্তবায়ন

কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	জুলাই/২০১৫-জুন/২০১৬ অগ্রগতি
বারেগপ্রই এর Ethics কমিটি গঠন		০২/০৯/১৩ইংতারিখে গঠন করা হয় এবং ২৮-১২-১৫ তারিখে পুনঃগঠন করা হয়।
বারেগপ্রই এর Ethics কমিটির সভা	৪ টি	৪ টি সম্পন্ন হয়েছে।
বারেগপ্রই এ স্টেক হোল্ডারদের সভা আয়োজন।	৪ টি	৪ টি সম্পন্ন হয়েছে।
শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বারেগপ্রই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশক্ষণপ্রদান।	২ টি	২ টি সম্পন্ন হয়েছে।
বারেগপ্রই এর কর্মকর্তাদের এনআইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০ জন	১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
শিক্ষা/কারিগরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মডিউলে NIS এর অন্তর্ভুক্তিকরণ।		প্রতিটি প্রশিক্ষণে ১টি করে এতদ সংক্রান্ত ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।
সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ	প্রয়োজন অনুযায়ী	২ বার হালনাগাদ করা হয়েছে।
ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ	৩৬ বার	৩৬ প্রতি ১০ দিন অন্তর হালনাগাদ করা হয়।
বারেগপ্রই এ ইন্টারনেট সেবা	১ম শেণীর কর্মকর্তা	৬জন১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
অধীনস্থ কার্যালয়ে ইন্টারনেট সেবা	২ টি	২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে ১টিতে (জিএমসি) ইতিমধ্যে মডেম এর মাধ্যমে ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে।

জিআরএস সিস্টেম।		অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি।
ইনোভেশন বিষয়ক বারেগপ্রই এ সভা।	১২ টি	১০ টি সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।
ইনোভেশন বাস্তবায়ন পর্যায়ে Stakeholders দের সাথে সভা	২টি	১টি সভাকরা হয়েছে ।
বিধিমালা অনুযায়ী স্বপ্রনদিত তথ্য প্রকাশ।		স্বপ্রনদিত প্রকাশযোগ্য প্রায় সকল তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
তথ্য প্রদানের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	-	৮০
NIS বাস্তবায়নের জন্য বাজেট সংরক্ষণ।		প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।
মনিটরিংপ্রতিবেদন প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১ টি	মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মপরিকল্পনাঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৭টিতে উন্নীত করা;
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০৬টিতে উন্নীত করা;
- ৪টি তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- ৫টি রেশমকীট জাতউদ্ভাবন করা;
- ২২,০০০ কেজি উন্নত জাতের তুঁতকাটিংস সরবরাহ করা;
- রেশম সেক্টরে ২২৫ জনকে ১,২৯৬ শ্রমঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১১. হিসাবসংক্রান্ত তথ্যঃ

১১.১ রাজস্ব খাতঃ (২০১৫-২০১৬)

অর্থ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)		খরচ (লক্ষ টাকা)
প্রাথমিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩২৪.০০	৪৬৮.০১
সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৪৭১.৫৯	

১১.২ চলমান কর্মসূচীঃ (২০১৫-২০১৬)

কর্মসূচীর নাম	উল্লেখযোগ্য খাত		মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (২০১৫-১৬)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা) (২০১৫-১৬)	জুন,২০১৬পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ(লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৬পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)
গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিহস্তান্তর	রাজস্ব	গবেষণা	১৮৩.৫৭৬	১৮২.৯৩২	২৩০.৩০৬	২২৯.০৮৭
		প্রশিক্ষণ	১১.৭৬	১১.৪৪৩	২০.২১	১৯.৫৯৭
		অন্যান্য	১২.১	১২.১	১৫.৩০	১৫.৩০
	মূলধন	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২০.৬২৫	০.০০	২৬.২৩৫	৫.০০২
		নির্মাণ ও পূর্ত	১২.৯৮০	১২.৯২৬	১৪.৪৮০	১৪.৪২৬
		সর্বমোট	**২৪১.০৪১**	**২১৯.৪০১**	**৩০৬.৫৫১**	**২৮৩.৪১২**

১২. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিএসআরটিআই-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

১২.১ বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএসআরটিআই)-এ গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশমকীটের উন্নত জাত এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাত ৭০ থেকে ৭৩ টিতে উন্নীত হয়েছে।

২) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩ টি উচ্চফলনশীল তুঁতের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.০০-৪০.০০ মেঃটন এর স্থলে ৪০.০০-৪৭.০০ মেঃটন এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৩) দেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪) তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৫) তুঁতচাষে সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীটের জাত ৯৭ হতে ১০১ টিতে উন্নীত হয়েছে।

Nistari(I)

৭) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০৪ টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উন্নত জাত ও কলাকৌশলগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ৬০-৬৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৮) বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১০-১২ কেজি কাঁচা রেশম গুটি প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১৫-২০ কেজি রেশম গুটি প্রয়োজন হতো।

৯) জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ফিল্ড ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে।

১০) অগ্রণী ও চৈতা বন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীড জাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে।

১১) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী বারেগপ্রই, রাজশাহী এবং জিএমসি, সাকোয়ায় শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ডিপ-টিউবওয়েল ও স্প্রিংকলার সেচসহ ইরিগেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২) পলু পোকার রোগ দমনে ও পলু পাউডারসহ ও পলু পোকার কীটশত্রু উজিমাছি দমনে ও উজিনাশ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৩) অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৪) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল তুঁতপাতার পুষ্টিমান নির্ধারণের মাধ্যমে চাকী ও বয়স্ক পলুর জন্য উপযুক্ত তুঁতজাত এবং চাষ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে।

১৫) সোলার ড্রায়ার উদ্ভাবনের ফলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে রেশমগুটি শুকানো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৬) মান সম্পন্ন ও স্বল্প সময়ে অধিক রেশম সুতা কাটাই এর জন্য মাল্টিএন্ড রিলিং মেশিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১২.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

- ০৮টি তুঁতজাত ও ২৪টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তুঁত ও রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতজাত ও রেশমকীট জাত নির্বাচন করা হয়েছে।
- ৩ জন রেশমচাষীকে পলুঘর সহায়তা ও ৮ জন রেশমচাষীকে পলুপালন সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা সফলভাবে পলুপালন করাও মাঠ পরীক্ষণের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

১২.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- ০৮ টি তুঁতজাত, রেশমকীট জাতঃ দ্বিচক্রী ৩৬ টি,বহুচক্রী ১২ টি সংরক্ষণকরাহচ্ছে।
- তুঁতের জার্মপ্লাজম ব্যাংক Re-establishment ও তুঁতজমির উন্নয়ন করা হয়েছে।
- চাকী তুঁতবাগান তৈরি ও দ্বিচক্রী চাকী রেশম পলুপালনের প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- জৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দের Multi x Multi Combination তৈরি করে এসব কম্বিনেশন এর মাঠ পর্যায়ে অভিযোজন ক্ষমতা পরীক্ষণ করা হচ্ছে।
- রেশমকীটের F_1 বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে P-1 নার্সারীতে দ্বিচক্রী জাতের ১৭৫০ টি ডিম বাংলাদেশরেশমউন্নয়ন বোর্ডকে সরবরাহ করা হয়েছে।

১৩. ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণের বিষয়	সুবিধাভোগী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি)	রেশমচাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের মাঠ কর্মী	২০ জন
২.	তুঁতচাষ ও পলুপালন	রেশমচাষী	১৬০ জন
৩.	সিল্ক রিলিং স্পিনিং ও উইভিং	রিলার, স্পিনার ও উইভার	৩০ জন
৪.	ডাইং ও প্রিন্টিং	ডাইং ও প্রিন্টিং কাজে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী	১০ জন
		সর্বমোট	২২০ জন

১৪. উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডঃ

১৪.১বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

১) **সেচ অবকাঠামো সম্প্রসারণঃ**

বারেগপ্রই, রাজশাহীতে শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ১৫০০ রানিং ফুট আন্ডার গ্রাউন্ড ইরিগেশন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

২) **ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মানঃ**

রেশমকীটের সীডকাটিং ও বীজ পরিক্ষণ ভবণের পরিবেশ উন্নয়ন ও কীটশত্রু প্রতিরোধের লক্ষ্যে উল্লেখিত দুটি ভবনের চারপাশে ১০" প্রস্থ ও ১'- ৬" গভীরতা সম্পন্ন ২১৫ রানিং মিটার ড্রেন নির্মান করা হয়েছে।এছাড়াপ্রতিষ্ঠান চত্তর হতে বর্ষার পানি নিষ্কাষনের জন্য ১০" প্রস্থ ও ২'-৬" গভীরতা সম্পন্ন ১৭১ রানিং মিটার ড্রেন নির্মান করা সম্ভব হয়েছে।

১৪.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পাবত্য জেলাঃ

- তুঁতজমিতে সেচ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য স্বল্প পরিসরে সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পাহাড়ে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।
- পুরাতন জরাজীর্ন ভবনগুলোকে মেরামত করে পলুপালনের কাজে ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও প্রশিক্ষণ পলুপালন ঘর হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

১৪.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

ভুগর্ভস্থ পাইপ লাইন ও সাব মার্সিবল পাম্প স্থাপনের মধ্যমে তুঁত জমিতে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৪.৪ গ্রন্থাগারঃ

প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সেরিকালচার, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, জেনেটিক্স, বায়োটেকনোলজি, ট্যাক্সনমি, প্লান্ট ব্রিডিং,কোষবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, সাহিত্য, বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিধিমালা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাসইত্যাদিবিষয়ের উপর প্রায় ৪৯০০দেশী/বিদেশী বই ও জার্নাল সংরক্ষণ করা হচ্ছে।২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের ১০০ টি বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৫. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১৫.১ সমস্যাঃ

- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের উপর নির্ভরতা;
- জনবলের অপ্রতুলতা;
- প্রশিক্ষণের আধুনিক সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততা।

১৫.২ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো আবহাওয়া সহিষ্ণু তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন;
- সময়োপযোগী লাগসই তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশম সুতার মান উন্নয়ন।

১৬. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১)

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭৩ থেকে ৯০টিতে উন্নীত করা।
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ১০১ থেকে ১২৫ টিতে উন্নীত করা।
- হেক্টর প্রতি বছরে তুঁতপাতার উৎপাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ মে: টন এর স্থলে ৪৭.০০ - ৫০.০০ মে: টনে উন্নীত করা।

- প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৭০.০০ - ৭৫.০০ কেজি এর স্থলে ৭৫.০০ - ৮০.০০ কেজিতে উন্নীত করা।
- রেনডিটা (১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদনে রেশম গুটির প্রয়োজন) ১০-১২ এর স্থলে ৮-৯ এ উন্নীত করা এবং রেশম সুতার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- রেশম সেক্টরে দক্ষ জনবল ৫,৭৩৭ জন হতে ৬,৫৯৭ জনে উন্নীত করা।

১৭. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১) অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমঃ

১৭.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক চলমান কর্মসূচিঃ

মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন ২০১৭

১৭.২ Project on enhancement of productivity through sericulture technology development, dissemination and generation of skill manpower.

মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০২১

বর্তমান অবস্থাঃ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

১৭.৩ Development of mulberry & silkwom variety,technology innovation and dessimination.

মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০২১

বর্তমান অবস্থাঃ অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

১৮. উপসংহারঃ

রেশমচাষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী থাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের একটি বিশেষ উপায় হিসাবে সারাবিশ্বে বিবেচিত হয়ে আসছে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নত দেশগুলো রেশম চাষ বিশেষ করে তুঁতচাষ ও পলুপালন থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসছে। ফলে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কাঁচা রেশমের উৎপাদন কমে আসছে কিনতু রেশম পণ্যের চাহিদা অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য হুমকীর কারণে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার কমে আসছে । এ প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক তন্তু সমূহকে আবার মর্যাদার আসনে ফিরে আসার একটি পরিস্থিতি ইদানিং কালে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে । ফলে আর্ন্তজাতিক বাজারে রেশম বস্ত্রের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও আর্থসামাজিক অবস্থা রেশম চাষের জন্য উপযোগী। তাছাড়া বর্তমানের চাষীগণ অর্থকারী ফসলের দিকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে । এরুপ পরিস্থিতিতে দেশে রেশমচাষের সম্প্রসারণের একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সীমিত সম্পদ ও সুযোগের মধ্যেও রেশম চাষের কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সময়োপযোগী রেশমচাষের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তশীল জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সহনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত, তুঁতচাষ, পলুপালন ও আর্ন্তজাতিক মানের রেশম সুতা উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।